বাঁকুড়ার লোকপার্বণ

সম্পাদনা : প্রদীপ কর

Folk Festivals of Bankura
Edited by PRADIP KAR

ISBN : 978-93-85663-28-4

বাঁকুড়ার লোকপার্বণ
সম্পাদনা : প্রদীপ কর

প্রথম প্রকাশ : শীত, ১৪২৭

প্রকাশক : প্রদীপ কর
টেরাকোটা
তিলবাড়ি। বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া। ৭২২১২২
ফোন : ৯৪৭৬১২৫৬৭৯

অক্ষর বিন্যাস : পানীন্দ্র সাধুখাঁ

মুদ্রক : সমাকৃতি। তিলবাড়ি। বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া

মূল্য : ৩০০ টাকা

চাতরা গ্রামের রাবণকাটা রথ

অনির্বাণ মান্না

কোতুলপুর থানার লেগো অঞ্চলের চাতরা গ্রামের 'মহন্ত অস্থলে' দ্বাদশীর দি রাবণকাটা রথ হয়। বিষ্ণুপুরে যেমন একাদশী দ্বাদশীতে রাবণকাটা নৃত্য চলে এখানেও তেমনই দ্বাদশীর দিন রাবণকাটা অনুষ্ঠান এবং সেইসূত্রে রাবণকাটা নৃত্য হয়ে থাকে।

চাতরা সমৃদ্ধ গ্রাম। শিক্ষিত মানুষের বাস। বহুকাল আগে মহান্তদের আশ্র এখানে। মহান্তরা ছিলেন রামানুজের ভক্ত। মহান্তরা প্রতি সপ্তাহে মাথা মুণ্ডন করতেন। চাতরার বেশিরভাগ জমিজায়গা ছিল মহান্তের অধীনে। একসময়ে ছিল হাতিশাল হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, থাকতো উট। আশ্রম-প্রাঙ্গণে চরে বেড়াত ময়ূর। তাঁদের ব্রহ্মচারী আশ্রম। আশ্রমের মধ্যে আছে বিশালাকার রঘুনাথের মন্দির। এখন ধ্বংসপ্রা মোট এগারোজন মহান্তর নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন সীতারাম দাস মহান্ত, রত্ন দাস মহান্ত, মধুসূদন দাস মহান্ত, কেশব দাস মহান্ত, মনোহর দাস মহান্ত, রামলাল দা মহান্ত, রামনারায়ণ দাস মহান্ত এবং অযোধ্যাশরণ দাস মহান্ত। রামনারায়ণ দাস মহান্ত তত্ত্বাবধানে শ্বেতপাথরে খোদিত দশজন মহান্তর নামে আছে মন্দির। তারিখ দেওয়া আছে ১৩৫২ সন, ২২ শে কার্তিক। স্থান-চাতরা কৃষ্ণনগর। তারও ত্রিশ বছর পর পর্যন্ত মহান্তদের সগৌরব উপস্থিতি বজায় ছিল। ঠিক কার আমলে রাবণকাটা রথের প্রচলন হয়েছিল সঠিক জানা যায় না। তবে এখনও যাঁরা বয়স্ক মানুষ আছেন তাঁরা বলেন রামনারায়ণ দাস মহান্তের আমলে তাঁরা দুর্গাপুজা এবং রাবণকাটা রথের মেলা দেখেছেন। মল্লরাজাদের প্রভাবেই তাঁদের অধীনস্থ গ্রাম চাতরায় এই রাবণকাটা রথের প্রচলন মনে করা যেতে পারে।

দ্বাদশীর দিন বিকালে রাজসিক পোশাকে রঘুনাথ ও সীতাকে পালকিতে তোলা হয়। তারপর বাদ্যযন্ত্র সহকারে রথের কাছে আনা হয়। দক্ষিণমুখে রথ দাঁড়িয়ে থাকে। রথের পূর্বদিক দিয়ে রাম-সীতাকে পালকি সমতে রথের উপরে তোলা হয়। এই পালকিটিকে রথের উপরে জুড়ে দেওয়া হয়। রথটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে পালকিটি রথের চূড়া হিসেবে কাজ করে। রাম-সীতাকে তার আগে রথের চারদিকে তিনপাক ঘোরানো হয়। রথ কিছুটা দক্ষিণ দিকে গিয়ে উত্তরমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। অস্থলের সামনে একটি বটগাছের তলে রাবণের পা গুলিকে গর্ত কেটে মাটিতে পুঁতে দাঁড় করানো হয়। আগে ছিল টিনের রাবণ, যার দশটি মাথা কাঠের তৈরি।

মাথাগুলি পাশাপাশি জোড়া। ধড় থেকে মাথাকে আলাদা করা যায়। এখন টিনের তৈরি রাবণটি নষ্ট হয়ে গেছে। সেইজন্য এখন মাটির রাবণ নির্মাণ করা হয়। এই রাবণেরও মাথার পিছনের দিকে একটি দণ্ড থাকে যাতে একটি কাঠের উপরে তৈরি নটি মুণ্ডুকে লাগানো যায়। কাঠের তৈরি নটি মুণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবধানে নির্মিত এবং মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। তাতেই দণ্ডটি গলিয়ে দেওয়া হয়।

যত রাত বাড়তে থাকে রথ একটু একটু করে উত্তরমুখে রাবণের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। রথের একেবারে চূড়ায় থাকেন রাম-সীতা। পাশে পুরোহিত বসে থাকেন। তার একধাপ নীচে থাকেন নাপিত অর্থাৎ জোগাড়ে। রথ এগিয়ে আসে আবার পিছিয়ে যায়। এ যেন সন্তর্পণে যুদ্ধযাত্রা। রণ-দামামার মতন বাজাতে থাকে ব্যাণ্ডবাজনা, ঢাক। একসময় রাবণের কাছাকাছি চলে আসে রথ। তখন শুরু হয় যুদ্ধ যুদ্ধ অভিনয়। যুদ্ধ বলতে লাঠিখেলা। একজন রাম সাজেন, একজন লক্ষ্মণ আর একজন রাবণ। এছাড়াও অনেকে লাঠিখেলায় অংশগ্রহণ করলেও রাবণ নিধন পর্বে এই তিনজনই প্রধান কুশীলব। যিনি রাম সাজেন তিনি রক্তাম্বর পরিহিত। লাল ধুতিকে লাল ফতুয়া জাতীয় বস্ত্রের উপর মালকোঁচা মেরে হাতে লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করার ভঙ্গীতে দাঁড়ান। মাথায় থাকে পাগড়ি। লক্ষ্মণ আর রাবণ সাদা ধুতি ও সাদা হাফহাতা গেঞ্জি পরেন মালকোঁচা মারারা ভঙ্গীতে। হাতে থাকে লাঠি। যুদ্ধ অভিনয়ের শুরুতে এই তিনজনের গলায় পুরোহিতের পক্ষ থেকে একজন মালা পরিয়ে দেন। তারপর রাম প্রথমে এসেই রাবণের মূর্তির সামনে একমুঠো ধুলো নিয়ে একটি গণ্ডি কেটে দেন। এটাই রণাঙ্গণ। এর মধ্যেই লাঠি খেলতে হবে। যেখানে রথ দাঁড়িয়ে থাকে সেইখান পর্যন্ত একটি রাস্তা করে দেওয়া হয়। চারপাশে হাজার হাজার দর্শক অধীর আগ্রহে রাবণবধের দৃশ্য দেখার জন্য অপেক্ষা করে। শুরু হয় লাঠিখেলার নানান কসরৎ। রাবণ চিৎকার করে বলে—'আমি রাবণ, আমি অহঙ্কারি। আমার মুখ থেকে আগুন বেরোয়। এই রাম আমাকে হারাতে পারবে না।' রাবণের মূর্তির পাশেই একটি পাত্রে কেরোসিন রাখা থাকে। রাবণ-সাজা লোকটি মুখে কেরোসিন নিয়ে আগুনের হল্কা সৃষ্টি করে। বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে রণনৃত্য। একটি বীর-রসাত্মক ভাব ফুটে ওঠে সামগ্রিক অভিনয়ে। এখানেও একজন এগিয়ে যায় তো আর একজন পিছিয়ে যায়। মাঝে মাঝে রাম রথের কাছে চলে যান এবং সেইখান থেকে ছুটে এসে আবার যুদ্ধে অর্থাৎ লাঠিখেলায় অংশগ্রহণ করেন। বোঝা যায় রথে থাকা রামের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের একটা চেষ্টা এবং রাবণবধ করার অভিনয়টিকে দর্শকের সামনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। ক্রমশ বাদ্যযন্ত্রের লয় দ্রুত হয়। রাম ছুটে রথের কাছে যান। পুরোহিতের পক্ষ থেকে তখন রামের হাতে একটি বড় মাপের তরবারি তুলে দেওয়া হয়। রামকে সেই তরবারি হাতে আরও শক্তিশালী মনে হয়। তিনি তরবারি হাতে যুদ্ধের বিভিন্ন ভঙ্গিমা করেন। রাবণ ভীত হয়ে পড়েন। রাম যুদ্ধের অভিনয় করতে করতে এসে রাবণের ঘাড়ে তরবারি বসিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন রাবণের কাঁধ

থেকে কাঠের তৈরি নটি মুণ্ড খুলে দেন। একজন রাবণের গলায় আলতা ছিটিয়ে দেন রক্তাক্ত হয়ে ওঠেন রাবণ। একজন মাটির রাবণের মাথাটা দুমড়ে মুচড়ে ধড় থেকে আলাদা করে দেন। এই দশটি মুণ্ডুকে তাড়াতাড়ি করে রথে রেখে দেওয়া হয়। তেমনি পুরোহিত রামসীতার সামনে মুণ্ডগুলিকে রেখে আরতি করেন। যখন টিনের রাবণ ছিল তখন টিনের রাবণের ধড়টি ঐদিন ঐখানেই রাখা থাকতো। পরের দিন রাবণের ধড় সেটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখা হত।

রাবণকাটা রথের আচার অনুষ্ঠানে এখন পরিবর্তন বেশ কিছুটাই, একসময় হিজলডিহা থেকে বক্সীরা আসতেন নিমন্ত্রণ পেয়ে। তাদের প্রধান পার্বণিতে এসে আসতেন। সঙ্গে কাড়া-নাকড়া বাজিয়ে পনেরো-কুড়ি জন পুরুষ আসতেন লাঠি নিয়ে জমে উঠতো লাঠিখেলার আসর। তাঁরা এসে মহান্তকে প্রণাম করতেন। তাঁদেরকে মালা পরিয়ে জলখাবার খাইয়ে সম্মান জানানো হতো। তাঁরা হুকুম দিলে তবেই রাবণ কাটা হতো। অযোধ্যাশরণ দাস মহান্ত থাকাকালীনই তাঁদের এখানে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এই বক্সীরা এখনও বৈতলে ঝগড়াই চণ্ডীর পূজা উপলক্ষ্যে (বিজয়ার দিন) 'কাদাখেলা'তে অংশগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরের ইঁদ পরবেও এরা যান।

এই চাতরাতেই বাস করেন 'মাডোর' নামের এক জাতি। পদবী মহাদণ্ড। পদবী জিজ্ঞেস করলে এরা গাঙ্গুলী বলে পরিচয় দেন। বাঁকাদহ পেরিয়ে পানশিউলি গ্রামের পাশে তীরবক বলে এক জায়গা আছে। সেখান থেকেই মহান্তদের আনুগত্যে এরা এখানে বসবাস শুরু করেন। এই মাডোর জাতির মানুষেরাই লাঠি খেলেন। রাম-রাবণ সাজেন। মুকুন্দ মহাদণ্ড ছিলেন লাঠি খেলার ওস্তাদ। তার ছেলে অরুণও ভালো লাঠি খেলতেন। এরাই বংশানুক্রমে রাম সাজতেন। এখন রাম সাজেন সুধা মহাদণ্ড। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নাগর, অলোক। একসময় মহান্ত রাম এবং রাবণকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য নতুন ধুতি, পাঞ্জাবী, লাল শালু, মাথার পাগড়ি কিনে দিতেন নেশা করার জন্য টাকা দিতেন। অনুষ্ঠান শেষে নিরামিষ ডালভাতের ব্যবস্থা থাকতো।

সময় বদলাচ্ছে। তবুও চাতরার এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানটি এখনও টিকে আছে। ভালো লাগলো এ বছরের অনুষ্ঠানটি বেশ জাঁকজমকভাবে পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের বৈভব চোখে পড়ার মতো মহান্ত-অস্থলটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। চারদিকে আলোর রোশনাই। প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষের সমাগম। এখানে যে দুর্গাপূজাটি হয় তা সর্বজনীন নয়। মহান্তদেরই পূজা। স্থানীয় বাসিন্দা সূর্যপ্রতিম মান্নার নিরলস প্রয়াস ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতার দুর্গাপূজা এবং এই রাবণকাটা উৎসবটি মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল বলা যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. *কুশধ্বজ মহাদণ্ড, চাতরা, লেগো, কোতুলপুর, বাঁকুড়া।*
২. *সুধা মহাদণ্ড, চাতরা, লেগো, কোতুলপুর, বাঁকুড়া।*
৩. *আকাল মহাদণ্ড, চাতরা, লেগো, কোতুলপুর, বাঁকুড়া।*